



## ভূমিকা

“আপনার ব্যবহারেই আপনার পরিচয়।”

পশুর জীবন এবং মানুষের জীবনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল মানবিক মূল্যবোধ—যার মধ্যে নিহিত আছে শূভচিন্তা, সৌজন্য ও শিষ্টাচার। মানুষ সামাজিক জীব, সেজন্য মানুষ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারে না। তাকে তার পরিবার ও সমাজের অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। মানুষের এই সামাজিক সম্পর্কের সার্থকতা আসতে পারে যদি তার কিছু মানবিক মূল্যবোধ থাকে।

## মানবিক মূল্যবোধ কী?

▶ এখন আমরা প্রায়শই বলে থাকি মানবিক মূল্যবোধের কথা। কেন-না, এখন অনেক ক্ষেত্রেই

আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠছে। আদিম মানুষ যখন বন্য জীবনযাপন করত, তখন সে ছিল বন্য পশুর সমান। কিন্তু যখন সে সমাজবদ্ধ হয়ে ক্রমশ সভ্য হতে শিখল, তখন থেকে প্রয়োজন হল কিছু সৌজন্য ও শিষ্টাচার। এভাবে সভ্যতার অগ্রগতি হতে লাগল। কিন্তু দু-হাজার বছর পেরিয়ে মানুষ যখন একুশ শতকে পৌঁছাল তখন দেখা গেল সভ্যমানুষের মধ্যে বাসা বেঁধেছে আর-একরকম রোগ, যার নাম Erosion of moral values—মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এখন মানুষ পোশাক পরিচ্ছদে, খাবারদাবারে, জীবনচর্চার বহুবিধ উপকরণে



অনেক বেশি সুসজ্জিত হয়েছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে খুলে গেছে অনেক নতুন দিগন্ত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শুরু হয়ে গেল অবক্ষয়। মানুষ আবার হয়ে উঠতে লাগল অতিমাত্রায় স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রোগ হলে যেমন ওষুধ খাওয়া দরকার কিংবা রোগ হওয়ার আগেই প্রতিষেধক নেওয়া দরকার, তেমনি মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে বা অবক্ষয় শুরু হওয়ার আগেই সতর্ক হওয়া দরকার এবং এর প্রতিকারের উপায় হল শূভচিন্তা, কৃতজ্ঞতাবোধ, আতিথেয়তা ও সহমর্মিতা।

## কৃতজ্ঞতা

▶ কৃতজ্ঞতা হল উপকারীর উপকার স্বীকার করার মানসিকতা বা উদারতা। পারিবারিক ক্ষেত্রে বা সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের কাছেই অনেক উপকার নিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়েই আমরা তা মনে রাখি না, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাই। কখনও-বা উপকারীর অপকার করার চেষ্টা করি—সেটি অবশ্য আরও নীচমনের পরিচয়। সেজন্য মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে গেলে মানুষের যে গুণগুলি থাকা দরকার তার মধ্যে অন্যতম হল কৃতজ্ঞতাবোধ।

## আতিথেয়তা

▶ আতিথেয়তা সামাজিক মানুষের আর-এক গুণ। ‘আতিথেয়তা’র আক্ষরিক অর্থ হল অতিথি-আপ্যায়ন। কিন্তু এর ব্যাপক অর্থ হল অপরের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা, শিষ্টাচার এবং নম্রতা দেখানো। এখন পরিবেশদূষণের মধ্যে জলদূষণ, ভূমিদূষণ ও বায়ুদূষণের সঙ্গে সঙ্গে আর-একরকম দূষণ যোগ করা যায়—তা হল সম্পর্ক দূষণ। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অবনতি। আতিথেয়তা গুণের দ্বারা সেই সম্পর্ক দূষণের প্রতিকার করা যায়। তখনই একজন মানুষ হয়ে ওঠে আর-একজন মানুষের প্রকৃত আত্মীয়।

## সহমর্মিতা

▶ সহমর্মিতা হল অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া এবং অন্যের মধ্যে যে-গুণ আছে সেই গুণের স্বীকৃতি জানানো। একে ইংরেজিতে বলা হয় appreciation। আর এই সহমর্মিতার দ্বারা তৈরি হয় সম্প্রীতি, গড়ে ওঠে আত্মীয়তা ও সামাজিকতার সেতু। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার—সহমর্মিতা ও চাটুকার বৃত্তি এক নয়। সহমর্মিতার মধ্যে থাকে মানসিক উদারতা আর চাটুকার বৃত্তির পিছনে থাকে স্বার্থসিদ্ধির কূট অভিসন্ধি।

**উপসংহার** ▶ মানবিক মূল্যবোধ হল মানবচরিত্রের ভূষণ। সৌজন্য ও শিষ্টাচার, কৃতজ্ঞতা, আতিথেয়তা, সহমর্মিতা—এই গুণাবলি মনুষ্যচরিত্রে যত বিস্তার লাভ করবে, সমাজ তত বেশি সুখী ও সম্পদশালী হবে। বাহ্য আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য অপেক্ষা চরিত্রের এই মাধুর্যই মনুষ্যত্বের গৌরবরূপে চিহ্নিত হয়। আমাদের এই ভদ্র ব্যবহারের জন্য কোনো অর্থও ব্যয় করতে হয় না—অথচ তার বিনিময়ে পাওয়া যায় অনেক কিছু। আর তখনই — “তোমার চোখের রোদ আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে/তোমার ভাবনার বাতাস আমার ভাবনার বাগানে এসে ফুল ফোটায়।”